প্রথম আলো

তারিখ ... 16 FEB 2012 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ২ ...

সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে দলীয় বিবেচনায় ১৯৩ শিক্ষক নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন চাহিদা বিবেচনা না করে ১৯৩ জন শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছে। বেশির ভাগ নিয়োগ হয়েছে দলীয় বিবেচনায়।

গতকাল বুধবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে একাধিক সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন শিক্ষক এ অভিযোগ করেন। জুবায়ের হত্যাকারীর বিচার দাবি করে এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে জানাতে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, জুবায়েরকে হত্যা করা হয়েছে পরিকল্পিতভাবে। জুবায়েরকে দীর্ঘ সময় ধরে প্রকাশ্যে নৃশংসে নির্যাতন করা হয় অথচ নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তা জানতে পারেনি। তিনি সন্ত্রাস বিষয়ে প্রশাসনের ভূমিকা, সন্ত্রাসীদের লালনপালন, অছাত্রদের ক্যাম্পাসের ভেতর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালানোর সুযোগ দেওয়ার বিষয়ে তদন্ত কমিটি গঠনের দাবি জানান। তিনি বলেন, স্বৈরতান্ত্রিক কার্যক্রমের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক পরিবেশ ধ্বংস করা হয়েছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক নাসিম আক্তার হোসাইন বলেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে ব্যক্তিগত সম্পদ হিসেবে ব্যবহার না করে মুক্ত জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রে পরিণত করতে হবে।

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষকেরা জুবায়ের হত্যাকারীদের শনাক্ত ও বিচার বিভাগীয় তদন্ত এবং প্রশাসনিক দুর্নীতির বিষয়ে তদন্ত কমিটি গঠন, জাহাঙ্গীরনগরের প্রকৃতির বাণিজ্যিক ব্যবহার বন্ধ, '৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ পূর্ণ বাস্তবায়নের দাবি জানান। এসব দাবি না মানলে তাঁরা মানববন্ধনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করবেন।